দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 16 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বিধি প্রসংগে

উপরোল্লিখিত শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে গত ২৬/০৪/৯৯ তারিখে প্রকাশিত সর্বজনাব সফি, ফারুক ও মহিরুলের লেখা পত্রখানা পড়িয়া আমরা বড়ই মর্মাহত হইলাম। লেখকত্রয় স্নাতক পর্যায়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের মধ্যেই শুধু কলেজ শিক্ষক হওয়ার সকল যোগ্যতা দেখিতে পাইয়াছেন, আর সম্মানবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের চিহ্নিত করিয়াছেন অযোগ্য হিসাবে।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটি কি তাই? সকলেই জানেন, সম্মানসহ স্নাতক ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু একটি বিষয়ে গুরুত্বসহ পড়াশুনা করিয়া পাস করিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। কিন্তু সম্মানবিহীন স্নাতক ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা একাধিক বিষয়ে গুরুত্বসহ পড়াশুনা করিয়া অধীত বিষয়গুলির যেকোন একটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এমতাবস্থায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচারে সম্মানবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীরা (সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্ত) নির্ভেজাল নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হইলে কলেজ শিক্ষক হওয়ার অযোগ্য হয় কি করিয়া? তাহাছাড়া, লেখকত্রয় শিক্ষাদানের মান নিম্নমুখী হওয়া, পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে দুর্নীতি ও নকল প্রবণতার জন্যও সম্মানবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণকে দায়ী করিয়াছেন। এই ঢালাও অভিযোগ কি আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতির নিরিখে আদৌ গ্রহণযোগ্য?

আমরা অনেক কলেজে দেখিয়াছি, সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কোন কোন শিক্ষকের চাইতে সম্মানবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কোন কোন শিক্ষক অনেক ভালো পাঠদান করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও তাঁহারা বেশ প্রশংসিত। তাই বলিতে হয়, বেসরকারী কলেজের শিক্ষক নিয়োগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিধিই যথার্থ।

দেশের পরীক্ষাগুলিতে নকলবাজির এই যুগে শুধু সার্টিফিকেটসর্বস্ব নয় বরং শিক্ষা জীবনের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রকৃত শিক্ষিত, সৎ, নীতিবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বাগ্মী সম্মান ও সম্মানবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীরা যাহাতে নির্ভেজাল নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাহার সুব্যবস্থা করার জন্য আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ ফরহাদ,
বিনয় চন্দ্র বণিক,
বাটাজোর বন্দর,
গৌরনদী, বরিশাল।